রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৩০, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩০ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২৫০–প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ জনাব শামসুল আলম মোল্লা গত ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

২। কৃতী ফুটবলার জনাব শামসুল আলম মোল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ ভাদ্র ১৪২৪/২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

১৩ ভাদ্র ১৪২৪

ঢাকা: ----------

২৮ আগস্ট ২০১৭

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ জনাব শামসুল আলম মোল্লা গত ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ জনাব শামসুল আলম মোল্লা ১৯৪৪ সালের ০৬ জুলাই তারিখে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি পরিবারের সঙ্গে রাজশাহীতে চলে আসেন। ষাটের দশকে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকার ফুটবল-অঙ্গনে এসে ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর রেখে অগ্রগণ্য অবস্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন জনাব শামসুল আলম মোল্লা। তৎকালীন পাকিস্তান দলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাওয়া দ্বিতীয় খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান যুবদলের হয়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে খেলতে গিয়েছিলেন জনাব শামসুল আলম। ঢাকার ফুটবলে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের খেলোয়াড় হিসাবে বর্ণাঢ্য ফুটবল-জীবন শুরু করেন প্রখ্যাত এই ক্রীড়াবিদ। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছেড়ে আবাহনী ক্রীড়াচক্রে যোগদান করেন জনাব শামসু। সত্তর দশকে ঢাকার ফুটবলে আবাহনীর তুমুল জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই কৃতী ফুটবলার আবাহনী ক্রীড়াচক্র থেকে অবসর গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর ফুটবল জীবনের সমাপ্তি টানেন।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে জনাব শামসুল আলম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগে কর্মজীবন শুরু করে ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে কর্মরত অবস্থায় অবসরে যান। রাজশাহীর ক্রীড়াঙ্গন-প্রসিদ্ধ মোল্লা পরিবারের অন্যতম সদস্য জনাব শামসু উত্তরবঙ্গে ফুটবলের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী সোনালী অতীত ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এই বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ। তাঁর পুত্র বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট ক্রিকেট-বিশ্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

মন্ত্রিসভা জনাব শামসুল আলম মোল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd